তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৭

**স্থানীয় সরকার বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন তিন জন**

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ দেওয়া হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ২০টি দপ্তর ও সংস্থা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

 গতকাল রাজধানীর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে আয়োজিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও বাস্তবায়নে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মো. তাজুল ইসলাম পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, শুধু মুখে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার কথা বললে হবে না, তা অন্তরে লালন ও পালন করতে হবে।তিনি বলেন, সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে শুধু ক্ষমতায়ন করলে হবে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সবার মধ্যে দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে।

 শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সাফল্য অর্জন সহজ। সেটা যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে হয় তেমনি সমষ্টিগতভাবেও ।

 তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তাই প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী নিজেদের মধ্যে সুপ্ত মেধাকে বিকশিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

#

হায়দার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২৩০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৬

**করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কোরবানির সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা করা হবে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কোরবানির সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা করা হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যাতে কোরবানি হয় সে জন্য স্থানীয় সরকার ইউনিটসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন সমন্বিতভাবে কাজ করবে। প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে। কোন এলাকায় প্রয়োজন হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হবে। কোনভাবেই শৃঙ্খলা যাতে ভঙ্গ না হয় সেজন্য যেখানে যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেটা করা হবে।

 আজ রাজধানীর ফার্মগেটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর অবাধ চলাচল ও পরিবহণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, কোরবানির পশু পরিবহণে যাতে ফেরিতে বা রাস্তায় যাতে সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং করা হব। পশু পরিবহণের ক্ষেত্রে সড়কে চাঁদাবাজি অথবা ফেরি ঘাটে দীর্ঘসময় আটকে থাকা অথবা অন্য কোনভাবে সমস্যা যাতে না হয়, সে জন্য সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিকূল অবস্থার তাৎক্ষণিক সমাধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে মনিটরিং সেল থাকবে এবং কন্ট্রোল রুম চালু করা হবে। খামারিদের চাহিদার আলোকে সড়ক পথের পাশাপাশি রেলের মাধ্যমে পশু পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে।

 কোরবানির ব্যবস্থাপনা করোনা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো যোগ করেন, কোরবানি দিতে গিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থতির ভিতর কেউ না পড়ুক, এটা আমরা চাইবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান করোনা মহামারির মধ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোরবানিসহ অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা চালিয়ে নিতে। আশা করছি এবছর কোরবানির ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো সুশৃঙ্খল হবে। এবছরও সম্পূর্ণ দেশি গবাদিপশু দিয়ে কোরবানির পশুর চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। দেশে চাহিদার তুলনায় উদ্বৃত্ত পশু রয়েছে। বিদেশ থেকে গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন নেই। সীমান্ত পথে বিদেশ থেকে অবৈধভাবে যাতে গবাদিপশু আসতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ এবং ডেইরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনারগণ, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৫

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১ লাখ ৭৯ হাজার ২১ জন**

**খামারি পেলেন ২১৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা নগদ প্রণোদনা**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১ লাখ ৭৯ হাজার ২১ জন খামারিকে ২য় ধাপে ২১৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা নগদ প্রণোদনা দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

 আজ রাজধানীর ফার্মগেটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২য় ধাপে প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের অতীতে কখনোই আমরা প্রণোদনা দিতে পারিনি। এর একটা শুভ সূচনা এবছর আমরা করলাম, যার পুরো কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন, আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।’ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নিয়েছে। এ দুটি খাতকে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায় সেজন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিরা যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্য সরকার প্রণোদনা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৭৪ জন খামারিকে ৮৪৬ কোটি টাকা প্রণোদনার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৮১ জন খামারিকে ৫৫৭ কোটি ৩৮ লাখ ২০ হাজার ৭৪ টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ২য় ধাপে ১ লাখ ৭৯ হাজার ২১ জন খামারিকে ২১৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এরপরও যাচাই-বাছাই করে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অবশিষ্ট খামারিদের প্রণোদনা দেওয়া হবে। লক্ষ্য একটাই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত যাতে কোনভাবেই স্তিমিত হয়ে না যায়। আশা করি এ প্রণোদনা দিয়ে খামারিরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। শেখ হাসিনা সরকার খামারিদের পাশে আছে।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ। মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৪

**ডিজিটাল কর্মসূচি ব্যাংকিং খাতে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা করেছে**

 **----টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে দেশের ব্যাংকিং লেনদেনে বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ক্রমেই ক্যাশলেস সোস্যাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে যতবেশি ডিজিটাল হবো নিরাপত্তার হুমকি ততবেশি থাকবে। এই ব্যাপারে গ্রাহকদের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ঘরে বসে অগ্রণী ব্যাংকের অগ্রণী ই-একাউন্ট মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য উদ্ভাবিত অ্যাপ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মফিজ উদ্দিন আহমেদ, কাশেম হুমায়ুন, ড. মোঃ ফরজ আলী, কেএমএন ফজলুল হক লাবলু এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ শামস-উল-ইসলাম বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, আমরা তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বা ইন্টারনেটভিত্তিক শিল্পবিপ্লবের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সামনের পথ অনেক বড়। প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনবে ব্যাংকিং খাতে। তিনি বলেন, ব্যাংকিং বা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হচ্ছে গ্রাহক। গ্রাহক সেবায় আপস করা চলবে না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নিজস্ব আইটি টিমের মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসে একাউন্ট খোলার অ্যাপস তৈরি করে নতুন দিনে পা দিলো। অন্যদের জন্য এটি অনুকরণীয় উল্লেখ করে বলেন, অন্যের ওপর নির্ভরতা নয় প্রতিটি আর্থিক খাতে নিজস্ব শক্তিশালী আইটি টিম গড়ে তোলা দরকার। কম্পিউটার বিপ্লবের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ধারাবাহিকতা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধের ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়েও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার বীজবপন করে গেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন, টিএন্ডটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং আইটিইউ ও ইউপিইউ এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় করণের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজবপন করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা বন্ধ এবং কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহার করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে বাংলাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। অতীতের তিনটি শিল্পবিপ্লব মিস করেও আজকের বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি। করোনাকালেও ব্যবসা-শিল্প-অফিস, সভা, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা অনলাইনে চলছে। প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরাও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরের রান্না খাবারও গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

 এর আগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর আইডি কার্ডসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে অগ্রণী ব্যাংকে একটি একাউন্ট খোলার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতির যাত্রা শুরু করা হয়।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা অগ্রণী ব্যাংকের অগ্রগতির বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন।

#

শেফায়েত/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২২২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮৩

**ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় সঙ্গে এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

 ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থার প্রধান সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) মোঃ মশিউর রহমান নিজ-নিজ দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এপিএ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অপরপক্ষে, ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

 এরপর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের জন্য দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাইকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

 এছাড়া, বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার স্বীকৃতি হিসেবে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থাকে ‘ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী প্রদর্শনী, ২০২১’ শীর্ষক সম্মাননা দেওয়া হয় একই অনুষ্ঠানে।

 ‘ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন প্রদর্শনী, ২০২১’-এ ‘ডিজিটাল রেকর্ড রুম’ উদ্ভাবনটি প্রথম স্থান অধিকার করায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, ‘অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর’ উদ্ভাবনটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার বেগম যাহিদা খানম ও ‘প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন’ উদ্ভাবনটি তৃতীয় স্থান অধিকার করায় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই নিজ নিজ দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে ভূমি সচিবের কাছ থেকে সনদপত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

#

নাহিয়ান/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮২

**ওআইসি যুব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

ওআইসি যুব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতাকে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃষ্টির পথ হিসেবে বর্ণনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিশ্বের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এটি একটি অনন্য উদ্দীপক প্লাটফর্ম।

 আজ রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে তথ্য ভবন মিলনায়নে ওআইসি যুব চলচ্চিত্র উৎসবের (ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ফিল্ম এওয়ার্ডস ২০২০-২১) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা.
মোঃ মুরাদ হাসান, প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও চলচ্চিত্র সমালোচক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) খাদিজা বেগম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট তাহা আইয়ান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আকতার হোসেন অনলাইনে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উল্লেখ্য তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ গত ১৫ মার্চ ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ফিল্ম এওয়ার্ডস ২০২০-২১ উদ্বোধন করেছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্র সমাজের প্রতিচ্ছবি, কালের দর্পণ। আর তরুণরা প্রতিটি জাতির সবচেয়ে বড় মানবসম্পদ এবং তারাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছে, আমরা চাঁদে গিয়েছি, আগামী একশ’ বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহেও যাওয়ার আশা রাখি। কিন্তু আমরা এতই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি যে, নিজেকে ছাড়া পরিবার বা বৃহত্তর পরিবার এবং সমাজের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করার সময় হারিয়ে ফেলছি। এই ক্রান্তিলগ্নে চলচ্চিত্রই পারে আমাদের মাঝে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেকারণে বহুবিধ শিল্প ও কলার সমন্বয়ে গড়ে উঠা সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা মানুষের জন্য ক্রমেই আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

 বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাসে চলচ্চিত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাঙালি জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি গঠনে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃষ্টিশীল কাজের জন্য ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের দেশের নির্মাতারা কালজয়ী সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে, জাতিকে পথ দেখাতে, বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদন করতে ভূমিকা রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের চলচ্চিত্রে আবার স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন।

 সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান ওআইসি যুব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা ২০২০-২১ এর মূল স্থান হিসেবে বাংলাদেশের রাজধানীকে বেছে নেয়ায় আয়োজকদের প্রতি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান এবং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিজয়ী তিনটি চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করেন। তুরস্কের চলচ্চিত্র ‘দ্য ওয়েস্টেড ইফোর্ট’, বাংলাদেশের ‘স্টোরি অভ আ ব্ল্যাক রিভার’ এবং তিউনিসিয়ার চলচ্চিত্র ‘ফ্রান্স ১৯১১’ যথাক্রমে মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ ও আফ্রিকা অঞ্চল থেকে ‘গ্লোবাল উইনার’ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮১

**‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ করলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন।

 মন্ত্রী বলেন, ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ আমাদের জন্য একটি বড় কাজ। এই ডাকটিকিটের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। এ ডাকটিকিটের মাধ্যমে জাতির পিতার সাথে বিজ্ঞানীদের একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সূত্র ধরেই স্বাধীনতার পর একটি স্বাধীন শিক্ষা কমিশন গঠনের জন্য তিনি ড. কুদরত-ই-খুদাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্িত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন এবং মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮০

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ৪০০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৫ হাজার ২৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৮৮ হাজার ৪০৬ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১১৯জন-সহ এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ১৭২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮ লাখ ৪০ হাজার ১০৩ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১৮০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৯

**জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে শিক্ষাই হবে প্রধান হাতিয়ার**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বর্তমান সরকারের ২০৪১ সালের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এসডিজি অর্জনে শিক্ষা প্রধানতম হাতিয়ার। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কাজ জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আজ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং বিভাগের অধীন ১৫ দপ্তর ও সংস্থা প্রধান ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে একই স্থানে দুপুর ২ টায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এবং ঐ বিভাগের ৫ টি দপ্তর ও সংস্থা প্রধান ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। এ ছাড়া দুই বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, করোনার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংস্কার করেছে। করোনার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। অত্যন্ত সফলভাবে ৩৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এই জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

 অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, গত এক বছর করোনার কারণে আমাদের কার্যক্রমের গতি কিছুটা কম ছিল। কিন্তু আগামী এক বছরে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।

 কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ২০২০-২১ অর্থবছরের ভাল কাজের পুরস্কার হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ গোলাম ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব ফজলুর রহমান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অফিস সহায়ক ইউসুফকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

 কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব রহিমা আক্তার, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ইউসুফ আলী এবং জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) এর পরিচালক মোঃ শাফিউল ইসলামকে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

#

খায়ের/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৮

**ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বাড়াতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য সাশ্রয়ী রাখতে হবে**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বাড়াতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য সাশ্রয়ী রাখতে হবে। কমখরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ এখনও বেশি, জমিও বেশি লাগে। যদিও নেট মিটারিং সিস্টেম কিছুটা খরচ সাশ্রয় করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। নেপালের সাথে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এলএনজি-এর ব্যবহারও বাড়তে পারে। ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী এসময় বলেন, যে সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এরূপ ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো- পটুয়াখালী ২ হাজার ৬৬০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, উত্তরবঙ্গ ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট সুপার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, মাওয়া ৫২২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা ২৮২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম ২৮২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, খুলনা ৫৬৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, মহেশখালী ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, মহেশখালী ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। এই প্রকল্প বাতিল হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহে কোন সমস্যা হবে না। আগামীতে এলাকাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

 ঢাকা অঞ্চলের ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মোট ৮০৪ মেগাওয়াট, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মোট ৪ হাজার ৬৩২ মেগাওয়াট, বরিশাল অঞ্চলের ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মোট ১ হাজার ২৫০ মেগাওয়াট, রংপুর অঞ্চলের ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ও খুলনা অঞ্চলের ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ৫৬৫ মেগাওয়াটসহ মোট ১০টি প্রকল্প বাদ যাওয়ায় ২০৩০ সালে এ অঞ্চলসমূহের নেট উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাজার ৪৫১ মেগাওয়াট হ্রাস পাবে। ফলে ২০৩০ সালে ঢাকা অঞ্চলে ৩ হাজার ৩৯৭ মেগাওয়াট, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ১ হাজার ২২৫ মেগাওয়াট ও রংপুর অঞ্চলে ৬৫৩ মেগাওয়াটসহ মোট ৫ হাজার ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি থাকবে। অপরদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬ হাজার ৯৫৪ মেগাওয়াট, কুমিল্লা অঞ্চলে ৮০৩ মেগাওয়াট, সিলেট অঞ্চলে ৪৩২ মেগাওয়াট, খুলনা অঞ্চলে ২ হাজার ৬০ মেগাওয়াট, বরিশাল অঞ্চলে ৬ হাজার ১৭২ মেগাওয়াট ও রাজশাহী অঞ্চলে ২ হাজার ১৬৭ মেগাওয়াটসহ মোট ১৮ হাজার ৫৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত থাকবে। সেক্ষেত্রে জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদার ঘাটতি সমন্বয় করা হবে।

#

আসলাম/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৭

**খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হবে**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিজ্ঞানীসহ সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, গত ১২ বছরে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে যে সাফল্য এসেছে তা ধরে রাখতে হবে ও তা আরো বেগবান করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায়, ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে আরো নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও খাদ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

 প্রত্যেককে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রত্যেকের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। ভালো কাজ করলে তাঁকে যেমন পুরস্কৃত করা হবে তেমনি যার কর্মসম্পাদন ভাল হবে না তাকে তিরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য হলো কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। সে লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে কাজ করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন ১৭টি দপ্তর ও সংস্থা এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও সংস্থার পক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাপ্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৬

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) আজ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাক্ষরিত হয়।

 স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পটভূমি বর্ণনা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' -এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢপ্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

 প্রধান অতিথি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলির আলোকে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭ টি দপ্তর ও সংস্থা তাদের নিজস্ব ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি বিবেচনা করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। প্রতিমন্ত্রী চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দপ্তর ও সংস্থাগুলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কেননা, দপ্তর ও সংস্থাগুলোর অর্জিত সাফল্যের ওপর মন্ত্রণালয়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে নবনিযুক্ত সচিব মোঃ আবুল মনসুর এবং দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

 উল্লেখ্য, বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর-সংস্থার মধ্যে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত যে ১০টি দপ্তর-সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (অচঅ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো হলো বাংলা একাডেমি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, কপিরাইট অফিস, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। ঢাকার বাহিরে অবস্থিত ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অনলাইনে সংযুক্ত হন।

 এবছর এপিএ'র কাঠামোর কিছু উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে; যেমন: সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহকে (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

#

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৫

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং**

**শুদ্ধাচার পুরস্কার দিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার অনুষ্ঠান আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি অনন্য উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। কর্মসম্পাদনের হার বেড়েছে এবং কাজকর্মে স্বচ্ছতা বেড়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদনে সবসময়ই এগিয়ে ছিল। আগামী অর্থবছরেও সে সাফল্য অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে সম্পাদিত চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান এবং করোনাকালীন সময়ে সকলের নিরাপত্তা বজায় রেখে দাপ্তরিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৯টি সংস্থা প্রধানদের উপস্থিতিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে স্ব স্ব সংস্থা প্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

 উল্লেখ্য, ২০২০-২১ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা সংস্থার মধ্য হতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শৌকত আকবর এবং মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ আছির উদ্দীন সরদার ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক খন্দকার আমিনুর রহমানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে এক মাসের মূলবেতন, সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়।

 অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৪

**জনসংযোগ কর্মকর্তাদের হতে হবে নিউ-মিডিয়াবান্ধব**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নিউ-মিডিয়াবান্ধব হতে হবে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ।

 আজ সার্কিট হাউস রোডে তথ্য ভবন মিলনায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে প্রচার কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, বর্তমান নিউ মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে জনসংযোগের কাজ কেমন হবে সেটি সবার জানা থাকা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 তথ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়ার সভাপতিত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো: মকবুল হোসেন, সাবেক সচিব কামরুন নাহার বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

 আগে জনসংযোগ কর্মকর্তারা সংবাদ পরিবেশনের জন্য একটি প্রেস রিলিজ দিয়ে দিতেন এবং সেটিই যথেষ্ট ছিল এখন কিন্তু তা নয়, পুরো সংবাদমাধ্যমের ক্যানভাসটা অনেক বড় হয়ে গেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘জনসংযোগ কর্মকর্তারা যদি সংবাদের শর্টফিড বা অডিও-ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নেট বা মোবাইলে পাঠিয়ে দেয়, সেটা অনেক কার্যকর হয়। কারণ পত্রিকার পাশাপাশি টেলিভিশন দেখে কমপক্ষে তিন কোটি মানুষ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পৌনে সাত কোটি। সংবাদটা যদি টেলিভিশন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না যায় তাহলে অনেক মানুষ সেই সংবাদ পাচ্ছে না। এই বিষয়গুলো সব জনসংযোগ কর্মকর্তার একেবারে আঙ্গুলের ডগায় থাকতে হবে, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোও তাকে দিতে হবে। আমি নিজে গভীর রাত পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখি, ক্ষেত্রবিশেষে আমার জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলি।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অর্জন আমাদের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখা, আমাদের প্রধান তথ্য অফিসারকে দেয়া, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে দেয়া। যেহেতু আমাদের দায়িত্ব সরকারের কর্মযজ্ঞের প্রচার, মন্ত্রণালয়গুলোর অর্জনের তথ্য পেলে আমরা সেটি সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করতে পারবো। মনে রাখতে হবে, প্রচারের জন্য প্রেসব্রিফিং বা কনফারেন্সের পাশাপাশি নিবন্ধ প্রকাশও গুরুত্বপূর্ণ।’

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, সাবেক সচিব কামরুন নাহার এবং অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ফায়জুল হক তাদের বক্তৃতায় জনসংযোগ কর্মকর্তাদেরকে সরকার ও গণমাধ্যমের সেতুবন্ধ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং তাদের কাজে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭৩

**অচিরেই চালু হচ্ছে বিটিভি’র শিক্ষা চ্যানেল**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করতে অচিরেই বিটিভি’র শিক্ষা চ্যানেল চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ‘পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা জানান। পিআইবি’র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন এবং এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘করোনা মহামারির দীর্ঘসময়ে অনলাইনে এবং টিভি স্লটের মাধ্যমে পাঠদান চলমান থাকলেও স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করতে না পারার কারণে শিক্ষার্থীদের কিছুটা ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে যতদ্রুত সম্ভব বিটিভি’র একটি শিক্ষা চ্যানেল চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।’

 আজকের পৃথিবী তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এবং কোন জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে কতটুকু শিক্ষিত সেটার ওপর সেই জাতির প্রবৃদ্ধি, অগ্রগতি ও উন্নয়ন নির্ভর করছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, আমাদের দেশ এই করোনার মধ্যেও এগিয়ে চলার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা করোনার মধ্যেও তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছি।

 দেশে লকডাউন, ছুটি, শাটডাউন সবকিছুর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী পুরো সরকার যন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে সচল রেখেছেন বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন ভার্চুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন। তিনি যখন সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং বর্তমানে যখন ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকেন, আমি নিজে কখনো এ দু’য়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য পাইনি। একই সাথে দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একনেক সভাতেও তিনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকছেন। বিচারের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল কোর্ট বসা এখন একটি নিয়মিত ঘটনা। এভাবেই দেশটা আজকে এগিয়ে যাচ্ছে, কোনো কাজ থেমে নেই, সব কাজ হচ্ছে।

 দেশটা আজকে ডিজিটাল হয়েছে বিধায় এটি সম্ভবপর হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এজন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, তার নেতৃত্বে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যপুত্র, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র সজীব আহমেদ ওয়াজেদের প্রতি, তার ধারণা থেকেই আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের চেতনা এসেছে এবং ধন্যবাদ জানাই জুনাইদ আহ্মেদ পলককে এবং তার দলকে এটি বাস্তবায়নের জন্য।

 সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ডিজিটাল লিটারেসি’র বিকল্প নেই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই আমরা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের জন্য ই-লিটারেসি প্রশিক্ষণ শুরু করবো।

 প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক তার বক্তৃতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল হওয়ার কারণে বিশ্বের বুকে আমাদের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেন, ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে গত ১৫ মাসে ৩৮ লাখ নথির কাজ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নাগরিকদের জন্য ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ যতপ্রকার সুবিধা প্রবর্তন করেছে, তা দেশের সকল মানুষকে জানাবার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে জানান সচিব মোঃ মকবুল হোসেন।

 অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য ৭ বিভাগে ৭ জন সাংবাদিককে পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০২১ তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। জাতীয় বাংলা দৈনিক জবাবদিহি’র প্রতিবেদক সাদেকুর রহমান, জাতীয় ইংরেজি দৈনিক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস’র জসীম উদদীন হারুন, বাংলাভিশন টিভি প্রতিবেদক আল মামুন, আঞ্চলিক দৈনিক সিলেট মিরর প্রতিবেদক শুয়াইবুল ইসলাম, বাংলাদেশ বেতারের মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অনলাইন সংবাদপত্র বাংলানিউজ২৪ প্রতিবেদক সোলায়মান হাজারী এবং নারী সাংবাদিক চ্যানেল আই’র আঞ্জুমান লায়লা পুরস্কার নেন।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭২

**বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, কোন জাতির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার লক্ষ্যমূলে সক্রিয় থাকে রাষ্ট্রদর্শন যা নতুন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় তৈরি করা হয়েছিল যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন বাংলাদেশের মূল সংবিধানসহ তাঁর আমলে প্রণীত আইনসমূহের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দর্শনের আলোকে আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

 আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আয়োজিত লেজিসলেটিভ ডেস্কবুকের খসড়া উপস্থাপন বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মো. মইনুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় লেজিসলেটিভ ডেস্কবুকের খসড়া উপস্থাপন করেন ডেস্কবুকের খসড়া প্রস্তুতকারী টিমের টিম লিডার এ কে মোহাম্মদ হোসেন।

 বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম স্লোগান হচ্ছে, ‘আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন, জনগণের ক্ষমতায়ন’। সরকারের এ স্লোগানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয় দ্রুত মানসম্পন্ন ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী বলেন, সময়ের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা, আচার- আচরণ, দাবি-দাওয়া সহ সকল বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে, বিনিয়োগ পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন শিল্প বিপ্লব ঘটছে, কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধের ধরণ বদলে যাচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বায়ন হচ্ছে। এসবকে এড্রেস করার জন্য সরকার নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে, পুরাতন আইনগুলো সংশোধন করে সময় উপযোগী করছে। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতেই সরকার করোনার প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে।

 মন্ত্রী বলেন, আইনের খসড়া প্রস্তুত ও ভেটিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আইনের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ এবং গুরুত্ব আছে। তাই আইনের বাক্যে শব্দ ব্যবহার করার ব্যাপারে পদ্ধতিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন। লেজিসলেটিভ ভাষা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চর্চা, বিভিন্ন লিগ্যাল সিস্টেম যেমন- কমন ল, সিভিল ল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ইসলামিক লিগ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং টেকনিক, টুলস্, লেজিসলেটিভ ব্যাখ্যা, চুক্তি সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়। এ ধারণা যতবেশি গভীর ও বিস্তৃত হয় আইনের গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা তত ভাল হয়। তাই উল্লিখিত নীতি, কর্মপদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন পদ্ধতি ইত্যাদি সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত আকারে হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। থাকলে আইনের খসড়া প্রস্তুত ও ভেটিং কার্য দ্রুত ও দক্ষতার সাথে করা যায়।

 আইনমন্ত্রী জানান, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, পরিশীলিত ও সময়োপযোগী করার জন্য আইন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে ‘আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার বিষয়ক একটি প্রকল্প’ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ডেস্কবুক অনুসরণ করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ সরকারের আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, চুক্তি ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুত এবং ভেটিং কার্য দক্ষতার সঙ্গে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করতে সক্ষম হবেন।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭১

 **বিজেএমসি’র বন্ধ মিল দ্রুততম সময়ে চালু হবে**

 **-- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেছেন, বিজেএমসির বন্ধ মিলসমূহ দ্রুততম সময়ে ভাড়াভিত্তিক ও ইজারা (লিজ) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুকৃত মিলে অবসায়নকৃত শ্রমিকেরা অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজের সুযোগ পাবে। একই সাথে এসব মিলে কর্মক্ষম ও দক্ষ শ্রমিকদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সকল শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে অবশ্যই পুনর্বাসন করা হবে।

 আজ সচিবালয়ে ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২০-২১’ ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার জন্য আগামী অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুল মান্নান, অতিরিক্ত সচিব (বস্ত্র) মোহাম্মদ আবুল কালাম বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দফতর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, পাট বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদন করে তাই এ পাটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়াকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাট খাত। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম এগারো মাসে (জুলাই-মে) পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১০৬২ দশমিক ৫৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই অংক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৩ দশমিক ২৩ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেশি।

 মন্ত্রী আশা করেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রত্যেককে কর্মমুখী সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করবে। যার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত হতে সাহায্য করবে। এতে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরো বেগবান হবে।

 গোলাম দস্তগীর গাজী বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব দপ্তর ও সংস্থা প্রধানকে চাহিদাভিত্তিক ও যৌক্তিক প্রকল্প প্রণয়নের পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে বস্ত্র, রেশম, তাঁত ও পাট শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উন্নীতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সদাসচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনে সরকার কাজ করছে। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে সফলতার সাথে দ্রুতগতিতে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, ২০১৮তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

#

সৈকত/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭০

**দেশে বেকার যুব সমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, দেশে বেকার যুব সমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত। এ খাতের উন্নয়নে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন, বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসব উদ্যোগের ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য আজ সারা বিশ্বে রপ্তানি হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর মধ্যেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। এ সকল উদ্যোক্তাদের জন্য দরকার দক্ষতা উন্নয়ন। এসএমই ফাউন্ডেশনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াস আরো জোরদার করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) এবং The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ‘এমএসএমই দিবস ২০২১’ উদ্যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আজ ভার্চ্যুয়ালি এসব কথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন ইউএনআইডিও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি Van Berkel Rene এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, অর্থনীতিতে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এখাতের অবদান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সিএমএসএমই খাতের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ। এসএমই নীতিমালা ২০১৯ অনুযায়ী ২০২৪ সালের এসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের তরুণ ও যুব সমাজ এখন চাকরি খুঁজছে না, নিজেরাই চাকরি দেয়ার ব্যবস্থা করছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত দ্বীপ জেলা ভোলা থেকে ২০১০ সালে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানে ৭ হাজার ডিজিটাল সেন্টারে ১৩ হাজার উদ্যোক্তা কাজ করছে। আইসিটি খাতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৯

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার সাথে**

**২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহাম্মদ মনসুরুল আলম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল হক ভূঞা এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সোহেল আহমেদ নিজ নিজ দপ্তরের পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে স্বাক্ষর করেন।

 অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার প্রকৌশলী মুঃ শহীদুল ইসলাম-কে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব এস এম তারিকুল ইসলাম এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোঃ হাসিব মোল্লাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ ও সনদ প্রদান করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৮

**করোনার বিস্তার রোধে আগামীকাল সকাল ৬টা হতে**

**১ জুলাই সকাল ৬টা পর্যন্ত সারাদেশে সার্বিক কার্যাবলী ও চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বের সকল বিধি-নিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২, ১৩, ২০ ও ২৮ এপ্রিল; ৫, ১৬, ২৩ ও ৩০ মে এবং ৬, ১৬ ও ২১ জুন ২০২১ এর নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সংযুক্ত করে আগামীকাল সকাল ৬টা হতে ১ জুলাই ২০২১ সকাল ৬টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো :

* সারা দেশে পণ্যবাহী যানবাহন ও রিক্সা ব্যতীত সকল গণপরিবহণ বন্ধ থাকবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিয়মিত টহলের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
* সকল শপিংমল, মার্কেট, পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে;
* খাবারের দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খাবার বিক্রয় (শুধু online and Take away) করতে পারবে;
* সরকারি-বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শুধু প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নিজ নিজ অফিসের ব্যবস্থাপনায় তাদের আনা-নেয়া করতে হবে এবং
* জনসাধারণকে মাস্ক পরার জন্য আরো প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৭

ক্যাবের সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী

**সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।  ইতোমধ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করে বাজার মনিটরিং অভিযান জোরদার করা হয়েছে। একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে ‘বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন’ গঠন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। ভোক্তাকে সচেতন করে তোলার জন্য নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। ভোক্তাদের সচেতন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। বাজারে পণ্যের চাহিদা বেড়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেতন থাকতে হবে। সরকার করোনা মহামারিতে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন আমদানিনির্ভর পণ্যের শুল্ক হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রী আজ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর উদ্যোগে অনলাইনে আয়োজিত ‘জেলা-উপজেলা ভোক্তা প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২১’ এবং ‘ভোক্তা অধিকার শক্তিশালীকণ’ শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কল্যাণে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান ব্যবসাবান্ধব সরকার দেশের প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, সঠিক মূল্য এবং পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করতে সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করোনা মহামারির সময় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির আওতায় ভোক্তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য দেশের ৫০ লক্ষ পরিবারকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা  হয়েছে। ভোক্তাদের ন্যায্যমুল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি) পণ্য বিক্রয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড টেরিফ কমিশন আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে করোনার মাঝেও সকল পণ্যের মজুদ, সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রয়েছে।

 সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান। ক্যাব এর সভাপতি গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন মো. মফিজুল ইসলাম, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক বাবলু কুমার সাহা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য ড. আব্দুল আলীম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়া।

#

লতিফ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৬

**জনগণের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বাজেটের আকার ছোট হলেও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বড়। নৌ খাতের কর্মকাণ্ডে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। জনগণ আমাদের কর্মকান্ডে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারলেও অসন্তুষ্ট নয়। এ অর্জন সকলের কর্মকাণ্ডের ফল। এ অর্জন ধরে রেখে জনগণের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে এর অধিনস্থ  ১১টি দপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এবং দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ দপ্তর সংস্থার পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

 ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রধানগণ সরাসরি এবং ঢাকার বাইরে অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনসটিটিউট ও নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর-এর প্রধানগণ অনলাইনে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৫

**আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জেয়াদ-আল মালুমের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর বীর মুক্তিযোদ্ধা জেয়াদ-আল মালুমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

 আজ এক শোকবার্তায় আইনমন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জেয়াদ-আল মালুম ছিলেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রসিকিউটর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, সদালাপী ও সাদা মনের মানুষ । ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারে রাষ্ট্রপক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তিনি। কর্মগুণেই জেয়াদ-আল মালুম  দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হলো।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত  কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 এদিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা জেয়াদ-আল মালুমের মৃত্যুতে পৃথক শোক জানিয়েছেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৩৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৪

**শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে উপযোগী শক্তি হিসেবে গড়তে হবে**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বড় শক্তি হচ্ছে মেধা ও সৃজনশীলতা। আগামীতে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা ছাড়া এগিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা মেধাসম্পন্ন সৃজনশীল মানবস্পদই পারবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে। বাংলাদেশের তরুণসমাজ অত্যন্ত মেধাবী। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে উপযোগী শক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক্লাব এবং ইন্টারনেট সোসাইটি, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের যৌথ উদ্দ্যোগে আয়োজিত ‘ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, আমরা সারাদেশে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন তৈরি করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক উল্লেখ করে কম্পিউটার বিপ্লবের অগ্রনায়ক মোস্তাফা জব্বার বলেন, জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের মেধাবী তরুণ সমাজকে উপযোগী করে গড়ে তুলতেই হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা মানে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী অঙ্গীকার । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি পৃথিবীর কাছে এগিয়ে যাওয়ার এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২ বছরে অতীতের সকল পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

 তিনি বলেন, আমরা কেবল যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় মানবজাতির অগ্রগতি হবে তাতে বিশ্বাসী নই। আমাদের একটি মানবিক সভ্যতা গড়তে হবে। প্রযুক্তি মানুষের জন্য; কখনই মানুষের বিকল্প নয়।

 ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রামিং ‘হিরো’ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ঝংকার মাহবুব। ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর বোর্ড অভ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাদেকুল আরেফিন, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের  উপাচার্য প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নাসিম আক্তার, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. গনেশ চন্দ্র সাহা এবং বাংলাদেশ ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. হাফিয মুহাম্মদ হাসান বাবু।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬৩

**জ্যেষ্ঠ প্রসিকিউটর জেয়াদ আল মালুম-এর মৃত্যুতে পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ আষাঢ় (২৭ জুন) :

 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের জ্যেষ্ঠ প্রসিকিউটর বীর মুক্তিযোদ্ধা জেয়াদ আল মালুম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, গতকাল দিবাগত রাত ১১টা ৫০ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেয়াদ আল মালুম মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১১৩৬ ঘণ্টা